27

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 30 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬ ......

২৫ অক্টোবর থেকে জাতীয় শিক্ষা জরিপের কাজ শুরু হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে দুই সপ্তাহব্যাপী জাতীয় শিক্ষা জরিপের কাজ শুরু হচ্ছে। এই জরিপের আওতায় দেশের প্রায় ২৫ হাজার সরকারী, বেসরকারী পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি কারিগরি, প্রযুক্তি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, পিটিআই, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষা জরিপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সার্বিক তথ্য, পরিসংখ্যান সংগ্রহ। পরবর্তী পর্যায়ে যা শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। এ ছাড়া জরিপে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কেও বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কম্পিউটাররে এই ভৌগোলিক অবস্থান সচিত্র দেখার ব্যবস্থাও করা হবে। সর্বোপরি, পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হবে।

জানা গেছে, এই জরিপে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী কলেজ, সরকারী স্কুল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পর্যায়ে মোট ২ হাজার ৪০০ গণনাকারী ও ৪৮০ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে।

গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর, নায়েম ও ব্যানবেইস থেকে মোট ৩০ কর্মকর্তাকে "মাস্টার ট্রেনার" হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আবার মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দফতর থেকে মোট ৭ সিনিয়র কর্মকর্তাকে "ন্যাশনাল ট্রেনার" হিসাবে মনোনয়ন করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেনারদের ৬ ব্যাচে গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের ২৪টি ভেন্যুতে দুইদিনের প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ব্যানবেইস মিলনায়তনে ন্যাশনাল মনিটর ও মাস্টার ট্রেনারদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন শিক্ষাসচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ব্যানবেইস পরিচালক সফিউল আলম জানান, জাতীয় শিক্ষা জরিপের মূল কাজ শুরু হয়েছে এ বছরের গোড়ার দিকে। নানা প্রক্রিয়ায় নানা স্তরে এর প্রস্তুতি পর্ব চলেছে। এখন আমরা মূল জরিপের কাজে যাচ্ছি।

তিনি জানান, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাবে বিশেষত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু অনেক সময় এর সঠিক তথ্য হয়ত হাতের কাছে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে সরকারী অনুদান সংক্রান্ত কষ্টার্জিত সম্পদ অপচয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারি।